গাংনীতে মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরষউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ। সমাবেশে মাদকের কুফল সম্পর্কে বর্ননা করেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক। মাদক ছেড়ে স্বাভাবিক জিবনে ফিরে আসার আহবান জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন ।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক ; সারাবছরই মেরামত তবুও বেহাল দশা

গ্রেডহীন ইট, নিম্মমানের বিটুমিন, পাথর দিয়ে জোড়াতালিভাবে সারাবছরই রাস্তা মেরামতের নামে লাখ লাখ টাকা তছরুপের মচ্ছব চালাচ্ছে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগ। অথচ, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত মেহেরপুর অংশে সারা বছরই থাকে চলাচলের অযোগ্য। সড়কের অধিকাংশ স্থানই খানা খন্দে ভরপুর। কিন্তু বছরে সংস্কার কাজে কত টাকা ব্যয় করা হয় সে তথ্য কেউ দিতে রাজি হননি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, খানা খন্দে আর গর্তে ভরা মেহেরপুর-কুষ্টিয়া

আঞ্চলিক মহাসড়কটির মেহেরপুর জেলার অংশ। একটু বৃষ্টি হলেই দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায় পথচারীদের। বৃষ্টির পানিতে গর্তগুলো ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হয়ে থেকে। তার ওপর দিয়ে কোনো গাড়ি গেলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। বিকল হয়ে পড়ছে গাড়ির যন্ত্রাংশ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জমে যায় হাটু পানি। রাস্তাটি এখন যেন মেহেরপুর জেলাবাসীর গদের ওপরে বিষ ফোঁড়া!

মাঝে মাঝে সড়কটি মেরামত করে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ। খোয়ার পরিবর্তে গ্রেডহীন আস্ত ইট, আলকাতরা ও মানহীন সামান্য খোয়া দিয়ে মেরামত করছে সারা বছর। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার তা নষ্ট হয়ে যায়। এখান থেকে মেরামতের নামে লাখ লাখ টাকা পকেটস্থ হয় সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের সদর উপজেলার আলমপুর, গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া, গাংনী মহিলা কলেজ মোড়, গাংনী ট্রাক টার্মিনাল এলাকা, গাড়াডোব পুড়াপাড়া, বাঁশবাড়িয়া, মালশাদহ, জোড়পুকুরিয়া, তেরাইল, অলিনগর, বামন্দী, ছাতিয়ান, বাওট, আকুবপুর, খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত খানাখন্দে ভরে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সড়কটির পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। তবুও প্রয়োজনের তাগিদেই এক রকম ঝুঁকি নিয়েই যান চলাচল করে। মাঝে মধ্যেই নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।

বিশেষ করে গাংনী থেকে খলিসাকুন্ডি পর্যন্ত সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কটির মধ্যে মেহেরপুর অংশে রয়েছে প্রায় ২৭ কিলোমিটার।

এ রাস্তাটিতে বেশ কয়েক বার সংস্কার করা হলেও মানহীন কাজের কারণে সংস্কারের ২/৩ মাস যেতে না যেতেই আবারও উঠে পড়েছে পিচ ও খোয়া। খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ায় আবারও চরমে জনদুর্ভোগ বেড়ে যায়। সারাবছরই জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে থাকে সড়ক বিভাগ। আবার কয়েকদিন পরেই রাস্তাটির পিচ পাথর উঠে যায়। যাত্রী পরিবহন ছাড়াও রোগী নিয়ে যেতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন এলাকাবাসী। সময় মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারায় অনেক সময় রোগীর মৃত্যুও ঘটে।

ট্রাক চালক মজনু ফকির, ইনতাজুল ইসলাম জানান, এ রাস্তাটিতে কি দূর্ভোগ পোহাতে হয় এটা বলে শেষ করা যাবেনা। মাঝে মধ্যে গাড়ির টায়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রাস্তার পাশে উল্টে প্রাণহানীর মত ঘটনা ঘটে। অনেক সময় গাড়ির গ্লাস খুলে পড়ে যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর অ্যাম্বুলেন্স চালক আব্দুল মালেক বলেন, রাস্তাটি খারাপ হওয়ায় রোগী নিয়ে চলাচল করতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাই প্রায় সময়ই আলমডাঙ্গা হয়ে কুষ্টিয়াতে যায় আমি।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন মিয়া এ সড়কের দায়ীত্বে রয়েছেন। তার কাছ থেকে রাস্তাটিতে ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য গত দুই বছরে কি পরিমান অর্থ ব্যায় হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন স্বচ্ছতার ভিত্তিত্বেই কাজ করা হয়েছে। তবে আমাদের নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়না। আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছে চাহিদাপত্র দিয়ে থাকি। সেখান থেকে পাথর, বিটুমিন, ইট, খোয়াসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী দেয়া হয়। সেখান থেকে সারাবছরই এগুলো ব্যবহার করা হয়।

খরচের বিষয় জানতে তিনি মেহেরপুর সড়ক উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ) মিজানুর রহমানের কাছে যেতে বলেন। মোবাইল ফোনে মিজানুর রহমানের কাছে থেকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের মেহেরপুর অংশে গত দুই বছরের ক্ষুদ্র মেরামতে কত টাকার খরচ হয়ে জানতে চাইলে তিনি রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। সড়ক বিভাগের কোনো তথ্য সাংবাদিকদের জানাবেন না বলেও জানিয়ে দেন এই প্রকৌশলী।

মেহেরপুর সওজ এর নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ সড়কটির বিভাগীয় ভাবে মেরামত করে থাকে। রাস্তাটি প্রসস্ত করণের জন্য প্রায় ৬৬৫ কোটি টাকা একনেকে অনুমোদন হয়েছে জুনের পরে সেটির কাজ শুরু হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে জিআর মামলার ১ ও সিআর মামলার ৩ জন। গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে ও সদর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

রবিবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সদর থানার ওসি শাহ দারা খান। পুলিশের পৃথক টীম এ অভিযানে অংশ নেন। এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় বেআইনি সমাবেশ করার অপরাধে বিভিন্ন ধারায় একটি ও মারামারির অভিযোগে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা রেকর্ড হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ সোমবার সকালের দিকে এসব আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর এমপিকে তুলোধুনা করলো নেতারা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি,দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা।
রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী বড়বাজার শহীদ রেজাউল চত্ত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। এসময় বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, আওয়ামীলীগ নেতা রেজাউল হক মাস্টার, শহিদুল ইসলাম শাহ, ফজলুর রহমান ফজল, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, উপজেলা যুবলীগের

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম।
গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ খালেক বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কুটুক্তির প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় বিএনপি জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা না বলে মেহেরপুর-২ আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তাদের পক্ষে কথা বলেছেন। আর এ কারণে সন্ধ্যার পর আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা আমার বাড়িতে জড়ো হয়ে এমপির বাড়ি ঘরে হামলা ও তাকে উচ্ছেদের দাবী করেছে আমার কাছে। আমি তাদের নিবৃত করেছি। বলেছি রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদের যায়গা আছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

তিনি বলেন, এমপির দেহে যে বিএনপি ও জামায়াতের রক্ত প্রবাহিত সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে সে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট মানহানিকর বংশগতভাবে কটাক্ষ করেছেন এমপি খোকন। তিনি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে ফকিন্নির বাচ্ছা উল্লেখ করে এমএ খালেক বলেন, এমপি হওয়ার সাড়ে তিন বছর আগে তার নামে ব্যাংকে কোনো টাকা দেখাতে পারবে না। দেখাতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো।

৭৫ লাখ টাকা খরচ করে উপজেলা সভাপতি হয়েছে বলে দাবী করে তিনি নাকি ৭৫ কোটি টাকা খরচ করে আগামীতে সংসদ সদস্য হবেন। তার জালা, বড় জালা, সভাপতি হয়েছে কোনো খবর নেই, কেউ তাকে ফুলের তোড়া সংবর্ধণা বা সম্মান দেইনি মর্যাদা দেইনি। সে সভাপতি হওয়াতে মানুষ টেনশনে পড়ে গিয়েছে। অথচ, মাত্র ১ মাস পর আমি জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর ১০/১২ দিন যাবৎ এলাকার শত শত মানুষ আমাকে লাইন ধরে সংবর্ধণা দিয়েছেন। এটা তার খুব জালা ধরেছে। অন্তরে বড় জালা। এই জালার কারণে সে আমার বিরুদ্ধে মঞ্চে আবোল তাবোল বলেছে।

তিনি বলেন, আমাদের নেতাদের প্রয়োজনে কাউকে রাজাকার বলে, কাউকে হাইব্রীড বলেন, অনেক সময় এজন্য মানুষ ভাবে প্রতিপক্ষকে এভাবে বলা আমাদের কালচার। অনেক সময় আমরা বলে ফেলি সে রাজাকারের সন্তান। অনেকেই ধরে নেন ওটা কালচারেরই অংশ। খোকন আসলে রাজাকারের সন্তান তাও মানুষ ধরে নেই ওটাও কালচারের অংশ। আমরা প্রতিপক্ষ তাই হয়তো বলছি। কিন্তু অরজিনাল তিনি রাজাকারের সন্তান। অনেক রাজাকারকে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা সমাজে ভালভাবে চলাফেরা সব

কিছই করতে পারেন। আমরা তাকে রাজাকারের সন্তান বলতে চাইনা। খোকনের বাবা গনি বিশ্বাস, অত্যাচারী, অগ্নি সংযোগকারী, গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারী রাজজাকার। যার কোনো ক্ষমা নেই। বেঁচে থাকলে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার হতো। আজকে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হতো। সেই রাজাকারের পুত্রকে রাজাকার বললে খুব জালা হয়।

ফ্রীডম পার্টির মামলায় জেল খাটার কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০০১ সালের পর অনেক মামলা হয়েছে আামার নামে। আমি অন্য কোনো মামলায় জেল না খাটলেও ফ্রীডম পার্টির মামলায় আমি জেল খেটেছি। ফ্রীডম পার্টির টাকা নিয়েছেন খোকন আমি তা যথেষ্ট প্রমাণ করতো পারবো।

তিনি বলেন ,২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের চিফ এজেন্ট ছিলেন খোকন। ৮৩ টি সেন্টারের মধ্যে আমার ৪০ টি সেন্টারে আমার এজেন্ট ছিলনা। যারা নৌকার সীল মেরে ছিলো তারাও নৌকার এজেন্ট ছিল। কিন্তু আমার এজেন্ট ছিলনা। সে আমার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে বিরোধী দলের কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে। এধরনের বিশ্বাস ঘাতক কেউ করেনা। রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী যে চরিত্র ছিল তার বাবার যে রক্তের ধারা বিরাজমান। সেই রক্তের ধারা অনুযায়ী চরিত্র। ২৪ বছর যাবৎ আওয়ামীলীগের মুল সমস্যাকে খোকনের সৃষ্ট উল্লেখ করেন তিনি।তার উদ্দ্যেশ্য রাজাকার পরিবার থেকে আসা তাদের সুবিধা দেওয়া আর নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করা তার মুল উদ্যেশ্য।

তিনি সাম্প্রতিক কমিটি গঠণ নিয়ে বলেন আমি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে গাংনীতে রাজাকারমুক্ত কমিটি গঠণ করার জন্য বলেছি। সে আমাকে আসস্থ করেছেন। সম্মেলনের দিনে তিনি আমাকে একটি ম্যাসেজ দিলেন সেটিও আমি বিএম মোজাম্মেল হককে বলেছি। কিন্তু বিএম মোজাম্মেল সেটি করে করেই গেছে। আমরা যদি পাশ না করি শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদের কমিটি যদি পাশ না করে সেটা পাশ হবেনা হবেনা হবেনা।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে শ্রমিকের তালিকায় গ্রাম পুলিশের নাম

গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে ইজিপিপি প্রকল্পে নানা অনিয়মসহ অর্থ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের মোবাইলে পাওয়া পারিশ্রমিকের টাকার ভাগ দিতে হয় চেয়ারম্যানকে।

তার অনুগতদের কাজ না করিয়ে হাজিরা প্রদান করছেন তিনি। অন্যদিকে কাজ করেও পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক শ্রমিক। যারা টাকা পায়নি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অন্যদের টাকা। এমনটা জানালেন চেয়ারম্যান আলম হুসাইন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষে (ইজিপিপি) প্রকল্পে বাস্তবায়িত হচ্ছে গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে। প্রথম ধাপে ৩৩৫ জন শ্রমিক নিয়ে ৪০ দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এ কাজে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ, স্বচ্ছল ব্যাক্তিদের কাজে অর্ন্তভুক্তির ব্যাপারে নিষেধ রয়েছে।

সেই সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলাপ শেষে অত্র অফিসে প্রকল্প প্রদাণ সাপেক্ষে কাজ শুরু হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী ৫টি প্রকল্পে ৫জন ইউপি সদস্যকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

একটি সূত্র জানায়, চেয়ারম্যান আলম হুসাইন প্রকল্প প্রদাণ ও শ্রমিক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তার আধিনস্থ গ্রাম পুলিশ হেলাল উদ্দিনকেও শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক শ্রমিক রয়েছে তার অনুগত ও নিকট আত্মীয়। এরা কাজ না করলেও তাদের হাজিরা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে অন্তত অর্ধশত শ্রমিক কাজ করলেও তাদের মজুরি আসেনি এখনও। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেধে উঠেছে। সরেজমিনে কাজিপুর ইউনিয়নের প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখা গেছে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ। আলাপকালে শ্রমিকরা তাদের দূর্দশার কথা জানালেন।

শ্রমিক সরদার আরিফুল ইসলাম জানান, চেয়ারম্যান সাহেবের লোকজন শ্রমিকদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে নিয়েছে। এ থেকে তিনিও রেহায় পাননি। প্রথমে ইউপি সদস্যরা ভেবেছিলেন এই টাকা তাদেরকে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে কাউকে না দিয়ে চেয়ারম্যান সবটাই নিজের পকেটস্থ করেছেন।

একজন নারী জানান, তার স্বামীর জন্য তিনি প্রথমে ১৬শ টাকা চেয়ারম্যানের লোক হিসেবে পরিচিত হান্নানকে পরিশোধ করেন। পরে আরো ৪শ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। টাকা না দিলে নাম কেটে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিলে আরো ৪শ টাকা দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের অনেকেই জানান, এভাবে শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চেয়াম্যানের অনুগত শ্রমিক যাদের মজুরী আসেনি তাদের দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করেছেন চেয়ারম্যান আলম হুসাইন যা সম্পুর্ণ নিয়ম বর্হিভুত। এছাড়াও অনেকেই দিন ভর কাজ করে যে মজুরী পান, চেয়ারম্যানের লোকজন কাজ না করেও সেই মজুরী পান। অন্যদিকে অন্তত পঞ্চাশ জন শ্রমিক প্রথম ধাপের কাজের মজুরী পায়নি। তারা চেয়ারম্যানের অনুগত নয় বলে মজুরী বঞ্চিত বলে মন্তব্য অনেকের।

প্রকল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের হাজিরা করা হচ্ছে না এবং কারো কাছে জবকার্ড নেই। আবার চেয়াম্যানেরও পরিদর্শন নেই। উপরন্ত শ্রমিকরা যেখানে কাজ করছেন সেখানে কাজের ধরণ সম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়নি।

এবারে দ্বিতীয় ধাপে ৮০ দিনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পে নির্ধারিত স্থান ছাড়াও ইচ্ছামত বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট করতে দেখা গেছে শ্রমিকদের। অথচ প্রকল্পে এই স্থানে মাটি ভরাটের নিদের্শনা নেই।

এ ব্যাপারে প্রকল্প চেয়ারম্যান আজিজুল হক জানান, চেয়ারম্যানের নির্দেশেই তিনি এখানে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। তবে চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলছেন তিনি এবিষয়ে জানেন না।

এব্যাপারে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন টাকা নেওয়ার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যারা মজুরী পায়নি তাদেরকে ওই টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রাম পুলিশকে কেন শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার জবাব মেলেনি।

এসকল বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকার্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল খোলায় মেহেরপুর সদর বিজয়ী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে মুজিবনগর উপজেলা একাদশকে এবং একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ ৩-১ গোলে মুজিবনগর উপজেলা একাদশকে পরাজিত করে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল খেলায় নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। পরে খেলাটি ট্রাইব্রেকারে গড়াই।

স্পট কিকে মেহেরপুর সদরের পক্ষে হিমেল, মোবারক, বায়েজিদ এবং রাসেল একটি করে গোল করেন এবং মুজিবনগরের পক্ষে গাফফার, ফরিদ এবং সোহান একটি করে গোল করেন। মুজিবনগরের জাহিদ হাসানের স্পট কিক মেহেরপুরের গোলরক্ষক লিখন আটকে দিলে তাদের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

এদিকে একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ তে মেহেরপুর সদর উপজেলার পক্ষে সুনিতা জুঁই, শনিতা ও সুমনা একটি করে গোল করে। এবং মুজিবনগর উপজেলার পক্ষে হালিমা ১টি গোল করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা ফাইনালে অংশ গ্রহণ করবে।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রদলের খাদ্য বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি’র) প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গনতন্ত্রের প্রবক্তা বীর উত্তম শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর ৪১ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক

ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার ও যুবদল নেতা ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের আয়োজনে ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, মেহেরপুর পৌর ছাত্রদল নেতা ফুর্তি, সোহাগ, মুস্তাকিম, ইয়াসিন, হাসানুজ্জামান, যুবনেতা হাসিবুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের মোহাম্মদ বাছেম, রুবেলসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ছাত্রদলের বক্তারা বলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের এই কমিটি একটি অর্থব্য কমিটি। বর্তমান কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে আগামীর আন্দোলন সংগ্রামকে বেগবান করার লক্ষ্যে অতিদ্রুত কমিটি গঠনের আহবান জানান।

পরে পথচারীদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ড ব্যাপক গণসংযোগ চালালেন আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ

মেহেরপুর পৌরসভার দলীয় মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনের পক্ষে গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণ ও ভোটারদের কাছে ভোট চাইলেন জেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার শহরের ২ নং ওয়ার্ড হালদারপাড়া, বোশপাড়া, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় পাড়া, থানাপাড়া বড় বাজার পাড়া ও মুখার্জিপাড়া এলাকায় রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ গণসংযোগ চালান নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজানা আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, ব্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সাধারণ অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক ও জজকোর্টের পাবলিক প্রশিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক দফতর সম্পাদক অ্যাডভোকেট মকলেছুর রহমান স্বপন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি আসফারুল হাসান সুমনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ব্যাপক গণসংযোগ চালান । এসময় তারা নৌকা মার্কায় ভোট চান এবং লিফলেট বিতরণ করেন।

সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশী তল্লাশী অভিযান

নির্বাচনে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ও মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে পুলিশী তল্লাশী।

আজ রবিবার (৫ জুন) দুপুরে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশের বিরাট টীম সদর উপজেলার বারাদী বাজার, আমঝুপি বাজার, শহরের কলেজ মোড়, চুলকানির মোড়, ওয়াপদার মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে এ তল্লাশী অভিযান চালান পুলিশ।

এসময় সদর থানার তদন্ত অফিসার (ওসি তদন্ত) জুলফিকার আলী, পুলিশের টিএসআই ফেরদৌস হাসানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ অংশ নেন। তল্লাশী অভিযান চালানোর সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৫ টি মোটরাসাইকেলের নামে মামলা দেয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট টিএসআই হাসান ফেরদৌস বাদী হয়ে মামলা করেন।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে র্নিবাচনী এলাকার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি ভাল ও সার্বিক পরিবেশ শান্ত রাখতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তল্লাশী অভিযান শুরু করেছে। নির্বাচনী এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অপরচিতি লোক,মটরসাইকেল,

বড় গাড়ি, প্রাইভেট কারসহ সকল ধরনের যানবাহন তল্লাশী করা হয়েছে।

১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভা, আমঝুপি, বারাদী, শ্যামপুর ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত জিআর মামলায় ৩ জন এবং সিআর মামলায় ১ জন আসামী।

শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টীম অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।

আজ রবিবার (৫ জুন) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।